কলকাতা হাইকোর্ট
দেওয়ানী পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার
আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ
মাননীয় বিচারপতি শম্পা সরকার

২০২৩ সালের সি. ও. ১৬৯৮
ঈগল কাঠের সরঞ্জাম ও ইঞ্জিনিয়ার (পি) লিমিটেড
বনাম
সবিতা রায় ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী দেবদিপ্ত ব্যানার্জি,
	শ্রী সৌমেন ব্যানার্জি
বিপরীত পক্ষের জন্যঃ	শ্রী এস. এন. মিত্র,
	শ্রী দেবজিৎ মুখার্জি
	শ্রী কৌস্তব ভট্টাচার্য
শুনানি শেষ হয়েছেঃ	১৯.০৬.২০২৩
রায়ঃ	**২২.০৯.২০২৩**

<u>বিচারপতি শম্পা সরকার:-</u>

১. ২০২১ সালের ১২৫ নং শিরোনাম মামলায় শিয়ালদহের বিদ্বান দেওয়ানি বিচারক (বরিষ্ঠ ডিভিশন) কর্তৃক গৃহীত ২০২৩ সালের ২৭শে মার্চের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে এই পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করা হয়েছে।

২. ১-৩ নম্বর বিবাদী পক্ষ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে খাস দখলের ঘোষণা, ক্ষতিপূরণ এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা দায়ের করে। আবেদনকারী উক্ত মামলায় ১ নম্বর বিবাদী ছিলেন।

৩. আবেদনকারী উক্ত মামলায় হাজির হন এবং দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১ এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেন। আবেদনকারী আবেদনটি তামাদি আইনের অধীনে নিষিদ্ধ এবং আবেদনটি কোনও কারণ প্রকাশ করেনি বলে আবেদনটি প্রত্যাখ্যানের জন্য আবেদন করেন

প্রকাশ করেনি। মামলাটি বিরক্তিকর ছিল এবং আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ছিল। বাদীরা উক্ত আবেদনে লিখিত আপত্তি দায়ের করেছিলেন।

৪. বিরোধপূর্ণ শুনানির পর, নিম্নের বিজ্ঞ আদালত অভিযোগপত্র বাতিলের আবেদনটি খারিজ করে দেন। নিম্নের বিজ্ঞ আদালতের মতে, অভিযোগপত্র বাতিলের আবেদনে উত্থাপিত বিষয়গুলি আইন এবং তথ্যের প্রশ্নগুলির সাথে সম্পর্কিত। বিচার ছাড়া অভিযোগপত্র বাতিল করা ঠিক হবে না। ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারী এই আদালতের দ্বারস্থ হন।

৫. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী অভিযোগপত্র এবং অভিযোগপত্রের সাথে সংযুক্ত নথিপত্রের উপর নির্ভর করেছিলেন। এটি দাখিল করা হয়েছিল যে মামলাটি সীমাবদ্ধতার কারণে নিষিদ্ধ ছিল কারণ মামলা দায়েরের কারণ ছিল ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখের চুক্তির স্মারকলিপি এবং এই চুক্তির ভিত্তিতে আবেদনকারীর দ্বারা মামলার সম্পত্তির অবৈধ দখল।

৬. বাদী মামলাটি নিম্নরূপ ছিলঃ-

I) ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ তারিখের একটি নিবন্ধিত হস্তান্তর দলিলের মাধ্যমে, বাদী/বিপক্ষ নং ১ থেকে ৩ ৬টি কোটা, ৮টি চিটক এবং ৬ বর্গফুট জমি ক্রয় করে, যার মধ্যে রয়েছে প্রাঙ্গণ নং ২৮৭, সিআইটি স্কিম VIII, দরগা রোড, থানা-বেনিয়াপুকুর, কলকাতা-৭০০০১৭, যা আরও সম্পূর্ণরূপে তফসিল-ক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিপরীত পক্ষ নং ১ থেকে ৩, মামলার বিবাদীর প্রোফর্মা মাধ্যমে, প্রাঙ্গণটি উন্নত করে এবং একটি ছয় তলা বিশিষ্ট নির্মাণ নির্মাণ করে। বিবাদী/আবেদনকারী প্রথম তলায় (উত্তর-পূর্ব অংশে) প্রায় ১০৪০ বর্গফুট, সুপার-বিল্ট এলাকা সহ একটি অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং সিঁড়ি, প্যাসেজ, লিফট, সাধারণ এলাকা এবং সুযোগ-সুবিধার নীচে এবং জমিতে স্বার্থ সহ একটি ফ্ল্যাট কিনতে আগ্রহ দেখিয়েছেন, যার মোট মূল্য ৬২৪০০০/- টাকা। উক্ত ফ্ল্যাটটি অভিযোগের তফসিল-খ-এ বর্ণিত ছিল।

ii) প্রথম পক্ষ হিসেবে বিপরীত পক্ষ নং ১ এবং প্রোফর্মা বিবাদী, তৃতীয় পক্ষ হিসেবে আবেদনকারী এবং নিশ্চিতকারী পক্ষ হিসেবে বিপরীত পক্ষ নং ২ এবং ৩, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বিক্রয়ের জন্য একটি স্মারকলিপি সম্পাদন করে।

iii) উক্ত চুক্তি অনুসারে, পক্ষগুলি শর্তাবলী অনুসারে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেছে। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখের চুক্তি স্মারক অনুসারে, এই ধরনের কিছু সম্মত শর্তাবলী নিম্নরূপ ছিল:-

(ক) প্রথম পক্ষ তৃতীয় পক্ষের কাছে, বি-শিডিউল ফ্ল্যাটটি, সাধারণ এলাকা সহ, প্রতি বর্গফুট ৬০০ টাকা দরে বিক্রি করবে।

(খ) তৃতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের প্রাঙ্গণ, নির্মাণ পরিকল্পনা, নির্দিষ্টকরন, মালিকানা পরিদর্শন করেছে এবং এতে সন্তুষ্ট হয়ে, অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে বায়না হিসেবে ৬,০০,০০/- টাকা প্রদান করেছে।

(গ) স্মারকলিপির শর্তাবলী অনুযায়ী ব্যালেন্স বিবেচনার অর্থ প্রদান করতে হবে।

(ঘ) বিক্রির জন্য সম্মত ফ্ল্যাট ব্যতীত, তৃতীয় পক্ষের খোলা জায়গা, গাড়ি পার্কিং স্পেস, টেরেস ইত্যাদির উপর কোনও ধরণের অধিকার, দাবি বা দাবি থাকবে না। এই অধিকার মালিকদের কাছেই থাকবে। সাধারণ এলাকা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি তৃতীয় পক্ষ, অন্যান্য আগ্রহী ক্রেতা এবং প্রথম পক্ষের সাথে ফ্ল্যাট মালিকরা উপভোগ করবেন।

(ঙ) উক্ত চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে, বাকি ২৪,০০০ টাকা প্রাপ্তির পর,

প্রথম পক্ষ তৃতীয় পক্ষের অনুকূলে একটি যথাযথ পরিবহন নিবন্ধন করবে।

(চ) তৃতীয় পক্ষ তার দ্বারা ক্রয় করা সম্মত ফ্ল্যাটের দাম হ্রাসের বিষয়ে আপত্তি জানাতে বা দাবি করতে পারবে এবং তৃতীয় পক্ষের কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ এবং ক্ষতিপূরণও দাবি করতে পারবে।

iv) বিবাদী/আবেদনকারী ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখের চুক্তিপত্রে বর্ণিত তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, কিন্তু ফ্ল্যাটটির মালিকানা অব্যাহত রেখেছেন।

v) যদিও, উক্ত বিবাদী/আবেদনকারী মামলার ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট অর্থ প্রদান এবং হস্তান্তর দলিল সম্পাদন এবং নিবন্ধনের খরচ বহন করতে সম্মত হন, বিবাদী ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তার ভূমিকা পালনের চুক্তিটি সম্মান করেননি। বিবাদী/আবেদনকারী গোপনে, শিয়ালদহের বিজ্ঞ দেওয়ানী জজ (জুনিয়র ডিভিশন) দ্বিতীয় আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন, যা ২০০৫ সালের ১২২ নম্বর টাইটেল স্যুট ছিল এবং অন্যান্য প্রতিকারের সাথে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করেন।

vi) বিবাদী কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে শর্তাবলী লঙ্ঘনের কারণে নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পর চুক্তি স্মারকলিপিটি শেষ হয়ে যায়। আবেদনকারী তার ভূমিকা পালনে হতাশাজনকভাবে ব্যর্থ হওয়ায়, স্মারকলিপিটি বাতিল এবং অকার্যকর হয়ে পড়ে।

vii) বহু বছর পরেও, আবেদনকারী সম্মত বাকি টাকা পরিশোধ করতে দ্বিধা করেননি এবং গোপনে কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের মূল্যায়ন সংগ্রহ বিভাগের কাছে ফ্ল্যাটের পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেছিলেন।

viii) আবেদনকারীর মর্যাদা একজন অনুপ্রবেশকারীর চেয়ে ভালো কিছু ছিল না, অতএব, বিবাদীর কাছ থেকে খাস দখল পুনরুদ্ধারের জন্য বিবাদীর ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী ছিল। বিবাদীর দ্বারা ফ্ল্যাটের ভুল ব্যবহার এবং দখলের কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য বিবাদীর ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী ছিল, একটি পয়সাও পেশাগত চার্জ হিসাবে প্রদান না করে। উক্ত প্রাঙ্গণের জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাড়া প্রতি মাসে কমপক্ষে ২০,০০০/- টাকা হবে, কিন্তু চুক্তি অনুসারে বিবাদী বাকি অর্থ প্রদানের বাধ্যবাধকতা পূরণ না করেই সম্পত্তিটি উপভোগ করে আসছিল। অন্য কোনও বিকল্প না পেয়ে, বাদী/বিপক্ষ পক্ষগুলিকে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখের চুক্তির স্মারকলিপি অবৈধ, অবৈধ, অকার্যকর এবং বাতিল ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করতে বাধ্য করা হয়েছিল, যাতে বিবাদী/আবেদনকারীর কাছ থেকে খাস দখল পুনরুদ্ধারের ডিক্রি এবং অন্যান্য প্রতিকার পাওয়া যায়। মামলার কারণটি ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ এবং তারপরে বিভিন্ন তারিখে উত্থাপিত হয়েছিল।

৭. আবেদনকারী এই যুক্তিতে আরজি খারিজের আবেদন দাখিল করেন যে, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখের চুক্তির চ্যালেঞ্জ এবং অন্যান্য প্রতিকারের সময়সীমা ছিল কারণ ১৯৯২ সালে মামলার কারণ দেখা দেয়। আরজি খারিজ করা উচিত কারণ একটি অযোগ্য মামলা চালিয়ে যাওয়া আদালতের সময়ের অপচয় হবে।

৮. বাদী/বিরোধী পক্ষগুলি দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে আবেদনে আপত্তি জানিয়েছিল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ করে যে বাদীরা মামলা ফ্ল্যাটটির দখল পুনরুদ্ধারের অধিকারী ছিল কারণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে করা চুক্তিটি তার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। যে বিরোধী পক্ষগুলি নম্বর ১ থেকে ৩ পর্যন্ত কোনও প্রতিকার ছাড়া রাখা যেত না। তাদের অধিকার ছিল

ফ্ল্যাটটি পুনরুদ্ধার করতে, যা ১ নং বিবাদী/আবেদনকারী দ্বারা ভুলভাবে দখল করা হয়েছিল। আবেদনকারী, স্মারকলিপি অনুসারে তার দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা করেছিলেন এবং তাই, মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল।

৯. নীচের বিজ্ঞ আদালত, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে মামলার সম্পত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের অধিকার, শিরোনাম এবং স্বার্থের রায়ের সাথে জড়িত সমস্যাগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে বাদীকে খারিজ করা যাবে না। তথ্য এবং আইনের মিশ্র প্রশ্ন ছিল এবং শুধুমাত্র বিচারে রায় দেওয়া যেতে পারে।

১০. বাদীর/বিপক্ষের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী মিত্র, নং ১ থেকে ৩, নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে সমর্থন করেছেন এবং দাখিল করেছেন যে, মামলার কারণ প্রকাশ না করার কারণে বাদী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এমনকি মামলার ত্রুটিপূর্ণ কারণকেও মামলার কারণ প্রকাশ না করার কারণে গণ্য করা যাবে না। দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১ শুধুমাত্র তখনই কার্যকর হবে যদি মামলার কোনও কারণ প্রকাশ না করে। শ্রী মিত্র আরও জোর দিয়ে বলেছেন যে, বাদীর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের অধিকার রয়েছে যা আবেদনকারীর দ্বারা ভুলভাবে দখল করা হয়েছিল। আবেদনকারী চুক্তির অংশটি সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন এবং পেশাগত চার্জও পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আবেদনকারীর মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রাঙ্গণ পুনরুদ্ধারের মামলার কারণ টিকে থাকবে। মামলার সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আবেদনকারীর মামলা ব্যর্থ হলে, বাদী অনুপ্রবেশকারীর কাছ থেকে দখল পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত, মামলার কারণ অব্যাহত থাকায় মামলা করার অধিকার টিকে ছিল। বিচারিক আদালত, বিবেচনা করে

অভিযোগপত্রে উল্লেখিত বক্তব্যগুলি সঠিকভাবেই মেনে নেওয়া হয়েছে যে অভিযোগপত্রে বিচারযোগ্য বিষয়গুলি প্রকাশ করা হয়েছে।

১১. **সেজল গ্লাস লিমিটেড বনাম নভিলন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের** সিদ্ধান্তের উপর রাখা হয়েছিল **(২০১৮) ১১ এস. সি. সি. ৭৮০**-তে রিপোর্ট করা হয়েছিল। শ্রী মিত্র যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ১৯৯৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারির চুক্তিপত্রটি অবৈধ, অবৈধ, অকার্যকর এবং অকার্যকর ঘোষণা করার জন্য প্রথম আবেদনটি একটি সময়-নিষিদ্ধ দাবি ছিল, একটি অভিযোগের আংশিক প্রত্যাখ্যান আইনত অনুমোদিত ছিল না। অন্যান্য ত্রাণগুলি বিপরীত পক্ষের ১ থেকে ৩ নম্বরের জন্য উপলব্ধ ছিল। অভিযোগের আংশিক প্রত্যাখ্যান হওয়া উচিত নয় এবং মামলাটি পুরো দাবির উপর এগিয়ে যাওয়া উচিত। **শ্রী বিশ্বনাথ বনিক এবং আরেকজন বনাম সুলগ্না বসু এবং অন্যান্যদের (২০২২) ৭ এস. সি. সি ৭৩১** এবং **জাগেশ্বরী দেবী এবং অন্যান্য বনাম শত্রুঘ্ন রামের (২০০৭) ১৫ এস. সি. সি ৫২**-এ এই প্রস্তাবের সমর্থনে আরও উল্লেখ করা হয়েছিল যে যদি ত্রাণগুলি আন্তঃসংযুক্ত হয়, তবে আদেশ ৭ নিয়ম ১১-এর বিধানগুলির কোনও প্রয়োগ থাকবে না। মামলাটি সামগ্রিকভাবে বিচারে যাওয়া উচিত।

১২. শ্রী মিত্র যুক্তি দেন যে সীমা নির্ধারণ আইন ও বাস্তবতার একটি মিশ্র প্রশ্ন এবং প্রতিটি মামলার তথ্য এবং উপলব্ধ প্রমাণের আলোকে বিচারের সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। শুধুমাত্র সীমা নির্ধারণের কারণে বাদী পক্ষের আবেদন খারিজ করার যোগ্য কিনা তা নির্ধারণের সময়, বাদী পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করা উচিত। মামলার গুণাবলী এবং ত্রুটি বিচারের সময় বিচার করা উচিত। হাতে থাকা মামলায়, বাদী পক্ষের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় না যে মামলার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে, শ্রী মিত্র (২০১৯) ১৩ SCC ৩৭২-এ **উর্বশীবেন এবং আরেকজন বনাম কৃষ্ণকান্ত মনুপ্রসাদ ত্রিবেদীর** রায়ের ১৫ থেকে ১৭ নং অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছিলেন। অনুচ্ছেদটি নীচে উদ্ধৃত করা হল:-

"১৫. এটা মোটামুটি সুনিশ্চিত যে, সীমা নির্ধারণের বিষয়টি যখন 'উদ্বেগপূর্ণ' , তখন এটি তথ্য ও আইনের একটি মিশ্র প্রশ্ন। এটা সত্য যে, 'আদেশ ৭ বিধি ১১(ঘ) সিপিসি' র অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণই নালিশ প্রত্যাখ্যানের ভিত্তি হতে পারে। একইভাবে, এটাও সুনিশ্চিত যে, 'আদেশ ৭ বিধি ১১' র অধীনে দাখিল করা আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে' কেবল লিপিবদ্ধ মামলায় বর্ণিত বক্তব্য, বিষয়টির গুণাবলী এবং অপকারিতা এবং পক্ষগুলির অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা যাবে না। ১৯৬৩ সালের সীমা নির্ধারণ আইনের ৫৪ ধারায় নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলার ক্ষেত্রে 'তিন বছরের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে' ।

১৩. এই আদালত সিদ্ধান্ত নেবে যে, আরজিটির অর্থপূর্ণ পাঠের ভিত্তিতে, এটি খারিজ হওয়ার যোগ্য কিনা। আবেদনের ভিত্তিতে মামলার কারণ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ এবং তারপরে বিভিন্ন তারিখে (উল্লেখিত নয়) উদ্ভূত হয়েছিল। আরজির প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি নীচে উদ্ধৃত করা হল:-

১৬) উপরোক্ত মামলা দায়েরের কারণটি ১৬.১২.১৯৯২, ১৭.১২.১৯৯৫ তারিখে এবং তারপরে বিভিন্ন তারিখে মামলার ফ্ল্যাটে - নং ২৮৭, দরগা রোড, থানা বেনিয়াপুকুর, পোস্ট অফিস সার্কাস - অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৭, এই বিজ্ঞ আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত।

১৪. অভিযোগের প্রার্থনাগুলি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

"ক) ১৬.১২.১৯৯২ তারিখের চুক্তি স্মারকলিপি অবৈধ, অবৈধ, অকার্যকর এবং বাতিল এবং এর প্রয়োগযোগ্যতা হারিয়েছে বলে ঘোষণার জন্য একটি ডিক্রির জন্য;
খ) মামলার সমস্ত বাধা অপসারণ করে বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলার ফ্ল্যাটের খাস দখল পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ডিক্রির জন্য;
গ) এই বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত মামলার ফ্ল্যাটে বিবাদীর অন্যায়ভাবে দখলের জন্য ক্ষতিপূরণের জন্য একটি ডিক্রির জন্য;
ঘ) মামলার ফ্ল্যাট বিক্রি, স্থানান্তর, বিচ্ছিন্নকরণ, ভাড়া দেওয়া বা দখল থেকে বিরত রাখার জন্য বিবাদী, তার কর্মী, এজেন্ট এবং সহযোগীদের স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি ডিক্রি এবং উপরোক্ত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শর্তে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ;
ঙ) একজন রিসিভার নিয়োগের জন্য;
চ) খরচের জন্য; এবং
ছ) আইন ও ন্যায্যতার অধীনে বাদীর প্রাপ্য অন্যান্য ত্রাণ বা ত্রাণের জন্য।"
চ) খরচের জন্য; এবং
ছ) এই ধরনের অন্যান্য ত্রাণ বা ত্রাণের জন্য বাদীরা আইন ও ন্যায়পরায়ণতার অধিকারী।"

১৫. আইন দ্বারা প্রার্থনা 'ক' স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। সীমা আইনের ৫৮ এবং ৫৯ ধারা প্রয়োগ করে, চুক্তি বাতিল করার অধিকারের তারিখ থেকে চুক্তিটি অবৈধ, বাতিল, অকার্যকর ঘোষণা করার জন্য সীমার সময়কাল হল তিন বছর। বাদী নির্ধারিত সীমার মধ্যে আইনের আশ্রয় নিতে ব্যর্থ হন। খাস দখল পুনরুদ্ধারের জন্য দ্বিতীয় প্রার্থনা 'খ'ও সময়সীমার অন্তর্ভুক্ত। সীমা আইনের ৬৬ ধারা অনুসারে, বাজেয়াপ্তি বা শর্ত লঙ্ঘনের বারো বছরের মধ্যে এই ধরনের প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করা উচিত ছিল। বাদী মামলায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে বিবাদীকে বিক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদনের পরে দখলে রাখা হয়েছিল এবং বহু বছর ধরে ফ্ল্যাটের অবৈধ দখলে থাকার অভিযোগ রয়েছে। সীমার প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে তারিখটি গোপন করা হয়েছে।

১৬. বর্তমান মামলার অভিযোগে, বিপরীত পক্ষ নং ১ থেকে ৩ - প্রকাশ করেছে যে আবেদনকারী ২০০৫ সালের ১২২ নম্বর মালিকানা মামলাটি - বিপরীত পক্ষ নং ১ থেকে ৩ - এর বিরুদ্ধে দায়ের করেছিলেন। উক্ত অভিযোগের একটি অনুলিপি বর্তমান মামলার অভিযোগের সাথে দাখিল করা নথিগুলির মধ্যে একটি ছিল।

১৭. আবেদনকারী, ২০০৫ সালের ১২২ নং শিরোনাম মামলায় বাদী হিসাবে নিম্নরূপ যুক্তি দিয়েছিলেনঃ-

(ক) যে বিপরীত পক্ষ নং ১ থেকে ৩, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে দুটি ফ্ল্যাট হস্তান্তর করেছিল, সমাপ্তির শংসাপত্র না নিয়েই। ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে, বিপরীত পক্ষ নং ১, সমস্ত ফ্ল্যাট মালিকদের জানিয়েছিল যে তিনি কলকাতা থেকে সমাপ্তির শংসাপত্র পেয়েছেন। পৌর কর্পোরেশন এবং ফ্ল্যাট মালিকদের অনুরোধ করা হয়েছিল যে এই উদ্দেশ্যে ১৫,০০০/- টাকা অবদান রাখতে হবে। ১০,০০০/- টাকা দিতে হবে

হিসাবে দিতে হবে এবং ফ্ল্যাটের জন্য প্রদত্ত অর্থের বিপরীতে ৫,০০০/- টাকা সমন্বয় করতে হবে। আবেদনকারী ৯ই অক্টোবর, ২০০১-এ একটি বাহক চেকের মাধ্যমে ১০,০০০ টাকা প্রদান করেছিলেন এবং অর্থের রসিদটি যথাযথভাবে বিরোধী পক্ষ নং ১ দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল। যে বিরোধী পক্ষ নল ইচ্ছাকৃতভাবে পক্ষগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে বিক্রয়ের দলিলটি কার্যকর করতে এবং নিবন্ধিত করতে এড়িয়ে চলেছিল। ২৭শে মার্চ, ২০০২ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, আবেদনকারী ক্রয়ের একটি খসড়া দলিল সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং ফ্ল্যাটটির নিবন্ধনের অনুরোধও করেছিলেন।

(খ) বিপক্ষ নং ১ আবেদনকারীর কাছে বিক্রি হওয়া দুটি ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে আনুপাতিক পৌর কর পরিশোধের দাবি করে উক্ত চিঠির জবাব দেন। বিবাদী নং ১ আবেদনকারীকে হিসাব নিষ্পত্তি, নিবন্ধন খরচ, অ্যাডভোকেটের ফি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ জমা দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করেন। আবেদনকারী বিপরীত পক্ষ নং ১ থেকে ৩ পর্যন্ত খসড়া দলিল পাঠানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যখন এটি করা হয়নি, অন্য কোনও বিকল্প খুঁজে না পেয়ে, আবেদনকারীকে একটি অ্যাডভোকেটের চিঠি পাঠাতে বাধ্য করা হয় - যাতে বিপরীত পক্ষ নং ১ কে বিক্রয় দলিল নিবন্ধন করতে বলা হয়। বিপক্ষ পক্ষগুলি উক্ত চিঠিতে ক্ষুব্ধ হয় এবং এরপর আবেদনকারী যে তলায় দুটি ফ্ল্যাট নিয়েছিলেন তার ঠিক উপরে, দ্বিতীয় তলায় অন্য একজনকে নিয়োগ করে ফ্ল্যাটের উপভোগে ব্যাঘাত ঘটাতে শুরু করে। আবেদনকারীর কেনা ফ্ল্যাটের উপরে জরি ব্যবসা চলছিল বলে জল, রাসায়নিক ইত্যাদি পদার্থের মিশ্রণ ঘটেছিল। থানার কাছে লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল

করা হয়েছিল এবং তারপরে বিপরীত পক্ষের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা হুমকি দেওয়া হয়েছিল, নিম্নলিখিত ত্রাণের জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল:-

"১) A এবং B তফসিল ফ্ল্যাটের মূল্যের সমস্ত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে বাদী মালিকানা, স্বত্ব এবং অধিকার অর্জন করেছেন এবং কোনও ধরণের ঝামেলা এবং হস্তক্ষেপ ছাড়াই ফ্ল্যাটটি উপভোগ এবং ব্যবহারের অধিকারী বলে ঘোষণা করার জন্য ডিক্রি।

২) স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা যা বিবাদীকে কোনওভাবেই বাদীর ফ্ল্যাটে কোনও ধরণের ব্যবস্থাযোগ্য ঝামেলা এবং বিরক্তি সৃষ্টি করতে বাধা দেয়।

৩) বিবাদী নং ১ কে বাদীর পক্ষে একটি বৈধ বিক্রয় দলিল সম্পাদন এবং নিবন্ধনের নির্দেশ দেয়।

৪) বিবাদী নং ১ এবং ৪ কে তফসিল -C-তে উল্লিখিত ২০৩ নং ফ্ল্যাটের মেঝেতে ফুটো এবং ফাটল পূরণ এবং মেরামত করার নির্দেশ দেয়, যদি তা না করা হয় তবে আদালতের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাদী একই কাজ করবেন।

৫) আবাসিক প্রাঙ্গণে Ç- তফসিল ভবনে অ্যাসিড, রাসায়নিক ইত্যাদি দিয়ে অবৈধ ক্ষতিকারক উৎপাদন ব্যবসা পরিচালনা থেকে বিবাদীদের বিরত রাখার জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা।

৬) আরও ছাড়ের খরচ।

৭) আদেশের অধীনে অনুমতি ২ নিয়ম ২ সিপিসি, ক্ষতিপূরণ।"

১৮. ২০০৫ সালের ১২২ নম্বর মামলায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ফ্ল্যাটগুলি ২০০১ সালে হস্তান্তর করা হয়েছিল। আবেদনে দখল হস্তান্তর সম্পর্কিত নথিপত্র উল্লেখ করা হয়েছে। আবেদনকারী উভয় পক্ষের মধ্যেকার চিঠিপত্রের উপর নির্ভর করে দেখিয়েছেন যে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, ফ্ল্যাট মেরামত করা, দ্বিতীয় তলা থেকে প্রথম তলায় রাসায়নিক জলের নির্গমন বন্ধ করা ইত্যাদি বিষয়ে বিপরীত পক্ষগুলিকে বেশ কয়েকটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিপরীত পক্ষের দ্বারা সৃষ্ট বিরক্তি এবং উপদ্রবের বিষয়ে থানায় অভিযোগও উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯. এই পরিস্থিতিতে, এটা স্পষ্ট যে আবেদনকারীর দখলের সত্যতা ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে জাহির করা হয়েছিল। আইনের নিষ্পত্তিকৃত নীতি অনুসারে, ২০০৫ সালের ১২২ নং মালিকানা মামলার অভিযোগ

শিরোনাম মামলার অভিযোগটি ২০২১ সালের ১২৪ নং শিরোনাম মামলার সাথে সম্পর্কিত আদেশ ৭ বিধি ১১ এর অধীনে আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিদ্বান বিচার বিচারক দ্বারা খতিয়ে দেখা যেতে পারত। **২০২৩ সালের ২৭৩৭ নম্বর দেওয়ানি আবেদনে জি. নাগরাজ এবং আরেকজন বনাম বি. পি. মৃথুঞ্জয়ান্না এবং অন্যান্যদের** সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নরূপঃ-

"৬. আইনটি সুষ্ঠভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সিপিসির আদেশ VII এর বিধি ১১ এর অধীনে আবেদনের সাথে মোকাবিলা করার জন্য, কেবল অভিযোগে করা বক্তব্য এবং অভিযোগের সাথে উপস্থাপিত নথিগুলি দেখা প্রয়োজন। আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থনও খতিয়ে দেখা যাবে না। যখন অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের জন্য আবেদন করা হয় মামলার কারণের অনুপস্থিতি, তখন আদালতকে অভিযোগটি পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং মামলায় মামলার কোনও কারণ প্রকাশ করা হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে।

২০. **দহিবেন বনাম অরবিন্দভাই কল্যাণজি ভানুশালীর** সিদ্ধান্তে, **(২০২০) ৭ এস. সি. সি ৩৬৬**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, এছাড়াও মাননীয়া শীর্ষ আদালত বাদী এবং নথির উপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে মামলাটি যোগ্যতাহীন, বিরক্তিকর এবং মামলা করার কোনও অধিকার প্রকাশ করে না। মামলাটি আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ছিল।

২১. ২০০৫ সালের ১২২ নম্বর মালিকানা মামলার সম্পূর্ণ মামলা থেকে বোঝা যায় যে, ২০০১ সাল থেকে আবেদনকারীর ফ্ল্যাটের দখল ছিল। অতএব, অভিযোগপত্রে উল্লেখিত তারিখ থেকে ১২ বছরের মধ্যে অথবা সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে, ২০০৫ সালের ১২২ নম্বর মালিকানা মামলা দায়েরের ১২ বছরের মধ্যে দখল পুনরুদ্ধারের মামলা দায়ের করা উচিত ছিল। মামলা দায়ের থেকে স্পষ্ট ছিল যে, আবেদনকারীর দখলের দাবি মামলা দায়ের করেছে। আসামী ২০০৫ সালের ১২২ নম্বর মালিকানা মামলায় পাল্টা দাবিও করেননি, বরং তাৎক্ষণিক মামলা দায়ের করেছেন যেখানে মামলার কারণ এবং

দাবি করা ত্রাণগুলি স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধতার দ্বারা বাধাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে। অধিকন্তু, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ধারা 53A এর বিধানগুলিও একটি বাধা হিসাবে কাজ করবে। চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে আংশিক মূল্য পরিশোধ এবং ফ্ল্যাটের দখল হস্তান্তরের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। আবেদনকারী যে আংশিক মূল্য পরিশোধের পরে ফ্ল্যাটের মালিক ছিলেন তা আবেদনপত্র থেকে পাওয়া যায়। আবেদনপত্র থেকে বোঝা যায় যে মামলাটি মূলত ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখের চুক্তির স্মারকলিপি অনুসারে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে তার বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থতার অভিযোগে দায়ের করা হয়েছিল। তারপর, চতুরতার সাথে খসড়া তৈরি করে এবং আবেদনকারীকে কখন দখলে দেওয়া হয়েছিল ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তারিখগুলি গোপন করে, মুক্তিগুলি ভিন্ন ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। বিপরীত পক্ষের উপযুক্ত প্রতিকার হল নির্ধারিত সীমার মধ্যে চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলা দায়ের করা। যে কোনও ক্ষেত্রে, বর্তমান মামলায় আবেদনগুলি সময়সীমাবদ্ধ। আবেদনপত্রের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি নীচে উদ্‌ধৃত করা হল:-

"৫) বাদীরা বলেছেন যে, নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও, বিবাদী ১৬.১২.১৯৯২ তারিখের উক্ত চুক্তি স্মারকে বর্ণিত তার ভূমিকা এবং বাধ্যবাধকতা পালনে হতাশাজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং অবহেলা করেছে।

৬) বাদীরা আরও বলেছেন যে, যেহেতু বিবাদী স্পষ্টতই সম্মত হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি সম্মতিকৃত অর্থ পরিশোধ করতে এবং মামলার ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে হস্তান্তর দলিল সম্পাদন এবং নিবন্ধনের জন্য সম্মত খরচ বহন করতে সম্মত হয়েছে, তাই বিবাদী ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিশ্রুতি পালন করতে বা তার ভূমিকা এবং দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৭) গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে বিবাদী শিয়ালদহের বিজ্ঞ দেওয়ানি জজ (জুনিয়র ডিভিন) দ্বিতীয় আদালতে ২০০৫ সালের ১২২ নম্বর টাইটেল স্যুট, যা সম্পূর্ণরূপে অনুমানের উপর ভিত্তি করে বাদীদের বিরুদ্ধে একটি অনুমানমূলক মামলা দায়ের করেছে এবং বিজ্ঞ আদালতকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিবাদীর আবেদনের ৩ ও ৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার আকারে প্রতিকারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ২০০৫ সালের ১২২ নম্বর টাইটেল স্যুটটি

যদিও মামলার ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে মামলার ৩ ও ৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ডিক্রির জন্য আদালত বা বিবাদীর কোনও অধিকার ছিল না।

৮) বাদীরা বলেছেন যে নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে এবং ১৬.১২.১৯৯২ তারিখের উক্ত স্মারকলিপিতে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সম্মত শর্তাবলী ইচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘনের কারণে উক্ত স্মারকলিপি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়।

৯) বাদীরা আরও বলেছেন যে যেহেতু বিবাদী তার ভূমিকা এবং বাধ্যবাধকতা পালনে হতাশাজনকভাবে ব্যর্থ এবং অবহেলা করেছে, তাই ১৬.১২.১৯৯২ তারিখের চুক্তিপত্র বাতিল হয়ে গেছে এবং তার সমস্ত প্রয়োগযোগ্যতা হারিয়েছে। বিবাদীর আচরণ দেখায় যে তারা কখনই তাদের কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতা পালনের জন্য প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক ছিল না।"

২২. **দহিবেন বনাম অরবিন্দভাই কল্যাণজি ভানুশালির** সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা হয়েছে, যা **(২০২০) ৭ এস. সি. সি ৩৬৬**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

"২৪.৪. তবে, যদি বিচারে চতুরতার সাথে খসড়া তৈরি করে, এটি পদক্ষেপের কারণের বিভ্রম তৈরি করে থাকে, তবে এই আদালত মদনুরি শ্রী রাম চন্দ্র মূর্তি বনাম সৈয়দ জালাল/মদনুরি শ্রী রাম চন্দ্র মূর্তি বনাম সৈয়দ জালাল, (২০১৭) ১৩ এস. সি. সি. ১৭৪: (২০১৭) ৫ এস. সি. সি. (সি. আই. ভি.) ৬০২ বলেছিল যে এটি প্রাথমিক পর্যায়ে বন্ধ করা উচিত, যাতে ভুয়ো মামলা-মোকদ্দমা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ হয়। আদালতকে অবশ্যই যে কোনও ছদ্মবেশ বা দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে এবং নির্ধারণ করতে হবে যে মামলা-মোকদ্দমা সম্পূর্ণ বিরক্তিকর এবং আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার কিনা।

২৩. **মায়ার (এইচ. কে.) লিমিটেড বনাম মালিক ও পক্ষগুলির ভেসেল এম. ভি. ফরচুন এক্সপ্রেস**, **(২০০৬) ৩ এস. সি. সি ১০০**-তে রিপোর্ট করেছে, মাননীয় শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছে যে বস্তুগত তথ্য দমন করা অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের ভিত্তি হবে এবং বাদীর অভিপ্রায় আবেদনের মেয়াদ এবং শর্তাবলী থেকে সংগ্রহ করা উচিত। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ নিচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

১১. কোডের আদেশ ৭ বিধি ১১ এর অধীনে, আদালতের এখতিয়ার আছে যেখানে মামলার কারণ প্রকাশ করা হয় না, যেখানে দাবি করা প্রতিকারের মূল্য কম মূল্যায়ন করা হয় এবং আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্যায়ন সংশোধন করা হয় না, যেখানে পর্যাপ্ত কোর্ট ফি প্রদান করা হয় না এবং

আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত আদালতের ফি সরবরাহ করা হয় না, এবং যেখানে বাদী বিবৃতি থেকে মামলাটি কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বলে মনে হয়। কোডের আদেশ ৭ নিয়ম ১১-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করা হবে এই আদালতের দ্বারা নির্ধারিত নীতিগুলির বিবেচনার ভিত্তিতে। টি আরিভান্ডম বনাম টিভি সত্যপাল [(১৯৭৭) ৪ এসসিসি ৪৬৭]-এ এই আদালত রায় দিয়েছে যে যদি একটি অর্থবহ, অভিযোগটির আনুষ্ঠানিক পাঠ নয়, এটি স্পষ্টতই বিরক্তিকর এবং অযোগ্য, মামলা করার একটি স্পষ্ট অধিকার প্রকাশ না করার অর্থে, আদালতের কোডের অর্ডার ৭ রুল ১১ এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত যাতে সেখানে উল্লিখিত ক্ষেত্রটি পূরণ হয় তার যত্ন নেওয়া হচ্ছে। রূপ লাল সতী বনাম নাচহট্টার সিং গিল [((১৯৮২) ৩ এস. সি. সি ৪৮৭] এই আদালত বলেছে যে যেখানে বাদী কোনও পদক্ষেপের কারণ প্রকাশ করে না, সেখানে আদালতের উপর কোডের আদেশ ৭ নিয়ম ১১-এর অধীনে সামগ্রিকভাবে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করা বাধ্যতামূলক, তবে নিয়মটি কোনও নির্দিষ্ট অংশের প্রত্যাখ্যানের ন্যায্যতা দেয় না। অতএব, হাইকোর্ট কিছু অনুচ্ছেদ বাতিল করার জন্য কোডের আদেশ ৭ বিধি ১১ (ক)-এর অধীনে কাজ করতে পারে না বা হাইকোর্ট আদেশ ৬ বিধি ১৬-এর অধীনে অনুচ্ছেদগুলি বাতিল করার জন্য কাজ করতে পারে না যা দেখায় যে এই অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি অপ্রয়োজনীয়, তুচ্ছ বা বিরক্তিকর, বা সেগুলি এমন যা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে, মামলার সুষ্ঠ বিচারকে বিব্রত করতে পারে বা বিলম্বিত করতে পারে বা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করতে পারে। আইটিসি লিমিটেড বনাম ঋণ পুনরুদ্ধার আপিল ট্রাইব্যুনাল [(১৯৯৮) ২ এস. সি. সি. ৭০] বলেছিল যে কোডের আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে বিবাদী কর্তৃক দায়ের করা আবেদন নিয়ে কাজ করার সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার মূল প্রশ্নটি হ 'ল বাদীটিতে পদক্ষেপের আসল কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা বা উক্ত বিধান থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে বাদীতে বিভ্রান্তিকর কিছু তুলে ধরা হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করা। সালিম ভাই বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য [(২০০৩) ১ এস. সি. সি. ৫৫৭] এই আদালত বলেছে যে বিচারিক আদালত বাদী নথিভুক্ত করার আগে বা বিচার শেষ হওয়ার আগে যে কোনও সময় আসামীকে সমন জারি করার পরে মামলার যে কোনও পর্যায়ে কোডের অর্ডার ৭ রুল ১১-এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে বাদী পক্ষের বক্তব্যগুলি স্পষ্ট এবং লিখিত বিবৃতিতে আসামীর নেওয়া আবেদনগুলি সেই পর্যায়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হবে। পোপাট এবং কোটেচা সম্পত্তি বনাম স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন। [(২০০৫) '৭ এসসিসি ৫১০] এই আদালত কোডের ৭ নং আদেশের ১১ নং বিধির আইনি পরিধি এই শব্দগুলিতে সরিয়ে দিয়েছেঃ (এস. সি. সি. পৃষ্ঠা ৫১৬, অনুচ্ছেদ ১৯)।

"১৯. অভিযোগপত্রে বিভিন্ন অনুচ্ছেদের ভাষার কোনও বিভাজন, ব্যবচ্ছেদ, বিভাজন এবং বিপর্যয় থাকতে পারে না। যদি এই ধরণের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তবে তা ব্যাখ্যার মূল নীতির পরিপন্থী হবে, যার অনুসারে একটি আবেদনপত্রের প্রকৃত তাৎপর্য নিশ্চিত করার জন্য তাকে সম্পূর্ণরূপে পড়তে হবে। কোনও বাক্য বা অনুচ্ছেদ কেটে আলাদা করে প্রেক্ষাপট থেকে পাঠ করা অনুমোদিত নয়। যদিও এটি সারবস্তু এবং কেবল রূপ নয় যা খতিয়ে দেখতে হবে, তবুও আবেদনপত্রকে শব্দের সংযোজন বা বিয়োগ বা এর আপাত ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন ছাড়াই যথাস্থানে ব্যাখ্যা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট পক্ষের উদ্দেশ্য মূলত তার আবেদনপত্রের সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা শর্তাবলী এবং শর্তাবলী থেকে সংগ্রহ করা। একই সাথে এটি

মনে রাখা উচিত যে চুল-বিভাজনকারী প্রযুক্তিগততার উপর ন্যায়বিচারকে পরাজিত করার জন্য কোনও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত নয়।

****

****

২০. এস. জে. এস. বিজনেস এন্টারপ্রাইজ (পি) লিমিটেড বনাম বিহার রাজ্য [(২০০৪) ৭ এস. সি. সি ১৬৬] মামলায় এই আদালত এই নীতি গ্রহণ করেছে যেঃ (এস. সি. সি. পৃষ্ঠা ১৭৩, অনুচ্ছেদ ১৩)

"একজন মামলাকারীর দ্বারা একটি বস্তুগত সত্যকে দমন করা এই ধরনের মামলাকারীকে কোনো ত্রাণ পাওয়ার অযোগ্য করে তোলে। এই নিয়মটি আদালতের প্রয়োজনীয়তা থেকে বিকশিত হয়েছে যাতে একজন মামলাকারীকে প্রতারণা করে আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার থেকে বিরত রাখে। কিন্তু চাপা সত্যটি অবশ্যই একটি বস্তুগত হতে হবে এই অর্থে যে এটি চাপা না থাকলে মামলার যোগ্যতার উপর প্রভাব ফেলত। এটি অবশ্যই এমন একটি বিষয় যা আদালতের বিবেচনার জন্য উপাদান ছিল, আদালত যে দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করুক না কেন।

২৪. **২০২১ (২) আই. সি. সি ১৫ (এস. সি)-তে কে. আকবর আলী বনাম কে. উমর খান ও অন্যান্যদের** সিদ্ধান্তে, মহামান্য শীর্ষ আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ -

৫. এটা ঠিক যে, সিপিসি-র আদেশ ৭-এর বিধি ১১-এর অধীনে একটি আবেদন বিবেচনা করার সময়, আদালতের সামনে প্রশ্নটি হল যে, বাদী কোনও পদক্ষেপের কারণ প্রকাশ করে কিনা বা কোনও আইন দ্বারা মামলাটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিনা। সিপিসি-র আদেশ ৭-এর বিধি ১১-এর অধীনে একটি আবেদন বিবেচনা করার সময় আদালত বাদী বা বিবাদী দ্বারা উত্থাপিত প্রতিরক্ষার মামলার শক্তি বা দুর্বলতা খতিয়ে দেখবে না।

৬. এই ক্ষেত্রে, আবেদনকারী/বাদী, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে, জোর দিয়ে বলেছেন যে মামলাটির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার জন্য শ্রী জাহির আলীকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগপত্রে এমন কোনও দাবি নেই যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি শ্রী জাহির আলীকে কোনও প্রাক-ইমপশন চুক্তি সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত করেছেন।

৭. যে কোনও ক্ষেত্রে, অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের জন্য সিপিসি-র অর্ডার VII রুল ১১-এর অধীনে একটি আবেদনের জন্য সামগ্রিকভাবে অভিযোগটির একটি অর্থপূর্ণ পাঠ প্রয়োজন। যেমনটি এই আদালত আইটিসি বনাম ডেটস রিকভারি আপিল ট্রাইব্যুনাল-এ বলেছে যে এআইআর ১৯৯৮ এসসি ৬৩৪-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, পদক্ষেপের কারণ সম্পর্কে বিভ্রম তৈরি করার চতুর খসড়া আইনে অনুমোদিত নয় এবং বাদীপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করার একটি স্পষ্ট অধিকার দেখানো উচিত। একইভাবে আদালতকে অবশ্যই দেখতে হবে যে মামলার আইনি বাধাটি প্রতারণামূলক এবং চতুর খসড়া দ্বারা ছদ্মবেশিত নয়। উপরন্তু, অর্ডার VII রুল ১১-এর বিধানগুলি সম্পূর্ণ নয় এবং আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রয়েছে দেখার জন্য যে তুচ্ছ বা বিরক্তিকর মামলাগুলি আদালতের সময় নষ্ট করার অনুমতি দেয় না।

৮. এই ক্ষেত্রে, সামগ্রিকভাবে অভিযোগটির একটি অর্থপূর্ণ পাঠ এটি প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট করে দেয় যে প্রথম প্রতিবাদী শ্রী জাহির আলীকে প্রদত্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির সীমাবদ্ধ সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মামলায় দাবি করা ত্রাণ নিষিদ্ধ।

২৫. **রামিসেট্টি ভেঙ্কটান্না এবং আরেকজন বনাম ন্যাসিয়াম জামাল সাহেব এবং অন্যান্যদের** সিদ্ধান্তে **২০২৩ সালের এস. সি. সি অনলাইন ৫২১**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, শীর্ষ আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

২৫. সোপান সুখদেও সাবলে বনাম চ্যারিটি কমার, (২০০৪) ৩ এস. সি. সি ১৩৭-এর ১১ ও ১২ অনুচ্ছেদে এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছেঃ

১১. আই. টি. সি লিমিটেড বনাম ডেটস রিকভারি আপিল ট্রাইব্যুনাল বনাম ডেটস রিকভারি আপিল ট্রাইব্যুনাল, (১৯৯৮) ২ এস. সি. সি ৭০] এ এই রায় দেওয়া হয়েছিল যে কোডের আদেশ ৭ নিয়ম ১১-এর অধীনে দায়ের করা আবেদন নিয়ে কাজ করার সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার মূল প্রশ্নটি হল অভিযোগপত্রে পদক্ষেপের প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা বা কোডের আদেশ ৭ নিয়ম ১১ থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে বিশুদ্ধভাবে বিভ্রান্তিকর কিছু বলা হয়েছে কিনা।

১২. বিচারিক আদালতকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, অভিযোগটির অর্থবহ এবং আনুষ্ঠানিক পাঠে যদি মামলা দায়েরের স্পষ্ট অধিকার প্রকাশ না করার অর্থে এটি স্পষ্টভাবে বিরক্তিকর এবং অযোগ্য হয়, তবে কোডের আদেশ ৭ বিধি ১১ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত যাতে তাতে উল্লিখিত ভিত্তি পূরণ হয়। যদি চতুর খসড়া কোনও পদক্ষেপের কারণের বিভ্রম তৈরি করে থাকে, তবে এটি কোডের অর্ডার ১০-এর অধীনে পক্ষকে অনুসন্ধান করে প্রথম শুনানিতে শুরু করুন। (দেখুন. টি. আরিভান্ডাম বনাম টি. ভি. সত্যপাল [(১৯৭৭) ৪ এস. সি. সি ৪৬৭]।

২৬. পদক্ষেপের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, মোকদ্দমায় দাবি করা ত্রাণ পাওয়ার জন্য বাদী যে বস্তুগত তথ্যের উপর নির্ভর করে তার একটি গুচ্ছ। এটি কোনও অধিকারের প্রকৃত লঙ্ঘনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। মামলা করার একটি স্পষ্ট অধিকার থাকতে হবে।

২৭. **দহিবেন (উপরে)** একই বিষয়ের উপর একটি সিদ্ধান্ত। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

"২৪." পদক্ষেপের কারণ "অর্থ এমন প্রতিটি তথ্য যা বাদী তার বিচারের অধিকারকে সমর্থন করার জন্য, যদি অতিক্রম করা হয়, তা প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় হবে। এটি একগুচ্ছ বস্তুগত তথ্য নিয়ে গঠিত, যা বাদীকে মোকদ্দমায় দাবি করা ত্রাণের অধিকারী করার জন্য প্রমাণ করা প্রয়োজন।

২৪.১. স্বামী আত্মানন্দ বনাম শ্রী রামকৃষ্ণ তপোবনম [স্বামী আত্মানন্দ বনাম শ্রী রামকৃষ্ণ তপোবনম, (২০০৫) ১০ এস. সি. সি. ৫১] মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ (এস. সি. সি. পৃষ্ঠা ৬০, অনুচ্ছেদ ২৪)

"২৪. সুতরাং, একটি পদক্ষেপের কারণ বলতে বোঝায় প্রতিটি ঘটনা, যা যদি অতিক্রম করা হয়, তবে বাদীটির জন্য আদালতের রায়ের অধিকারকে সমর্থন করার জন্য প্রমাণ করা প্রয়োজন হবে। অন্য কথায়, এটি একগুচ্ছ তথ্য, যা তাদের জন্য প্রযোজ্য আইন সহ নেওয়া হয়, যা বাদীকে বিবাদীর বিরুদ্ধে ত্রাণের অধিকার দেয়। এতে অবশ্যই বিবাদী দ্বারা করা কিছু কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে কারণ এই জাতীয় কাজের অনুপস্থিতিতে, কোনও পদক্ষেপের কারণ সম্ভবত জমা হতে পারে না। এটি মামলা দায়ের করা অধিকারের প্রকৃত লঙ্ঘনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তবে যে সমস্ত বস্তুগত তথ্যের উপর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত করে।"

২৪.২. টি. অরিভাণ্ডম বনাম টি. ভি. সত্যপাল [টি. অরিভাণ্ডম বনাম টি. ভি. সত্যপাল, (১৯৭৭) ৪ এসসিসি ৪৬৭] এই আদালত রায় দিয়েছে যে আদেশ ৭ বিধি ১১ সিপিসি-র অধীনে একটি আবেদন বিবেচনা করার সময় যা প্রয়োজন তা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে অভিযোগটি নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে কর্মের প্রকৃত কারণ বা বিশুদ্ধভাবে বিভ্রান্তিকর কিছু প্রকাশ করেঃ (এস. সি. সি. পৃষ্ঠা ৪৭০, অনুচ্ছেদ ৫)

"৫. ... বিদ্বান মুনসিফকে মনে রাখতে হবে যে, যদি অভিযোগের অর্থপূর্ণ–আনুষ্ঠানিক নয়–পঠন স্পষ্টতই বিরক্তিকর এবং যুক্তিহীন হয়, অর্থাৎ মামলা করার স্পষ্ট অধিকার প্রকাশ না করার অর্থে, তাহলে তাকে আদেশ ৭ বিধি ১১ সিপিসি-র অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে এতে উল্লেখিত ভিত্তি পূরণ হয়েছে। এবং, যদি চতুর খসড়া তৈরির মাধ্যমে মামলার কারণের ভ্রম তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম শুনানিতেই তা অঙ্কুরেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলুন..."

****

****

সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন এবং কখন প্রথমে মামলা করার অধিকার উত্থাপিত হয় তা দহিবেনে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ-

২৫. সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ সমস্ত মামলা, আপিল এবং আবেদন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে। ধারা ২ (ঞ) "সীমাবদ্ধতার সময়কাল" অভিব্যক্তিটিকে মামলা, আপিল বা আবেদনের জন্য তফসিলে নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কাল বোঝায়। ধারা ৩ বলে যে নির্ধারিত সময়ের পরে প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি মামলা খারিজ করা হবে যদিও সীমাবদ্ধতা প্রতিরক্ষা হিসাবে স্থাপন করা হয়নি। যদি কোনও মামলা কোনও নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদের আওতায় না আসে তবে এটি অবশিষ্ট অনুচ্ছেদের মধ্যে পড়বে।

২৬. ১৯৬৩ সালের আইনের তফসিলের ৫৮ এবং ৫৯ অনুচ্ছেদে, একটি মামলা দায়ের করার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে যেখানে একটি ঘোষণা চাওয়া হয়েছে, বা একটি দলিল বাতিল করা হয়েছে, বা একটি চুক্তি বাতিল করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

"স্যুটের বর্ণনা	সীমাবদ্ধতার সময়কাল	যে সময় থেকে পিরিয়ড চলতে শুরু করে
৫৮. অন্য কোনো ঘোষণা পেতে।	তিন বছর	যখন মামলা করার অধিকার প্রথম জমা হয়।
৫৯. একটি দলিল বা ডিক্রি বাতিল বা একপাশে সেট বা একটি চুক্তি বাতিল করার জন্য।	তিন বছর	যখন বাদীকে দলিল বা ডিক্রি বাতিল বা একপাশে রাখা বা চুক্তি বাতিল করার অধিকার দেওয়ার তথ্যগুলি প্রথমে তার জানা হয়ে যায়।"

১৯৬৩ সালের আইনের ৫৮ এবং ৫৯ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কাল তিন বছর, যা মামলা করার অধিকার প্রথম প্রাপ্তির তারিখ থেকে শুরু হয়।

২৭. খত্রী হোটেলস (পি) লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া [খত্রী হোটেলস (পি) লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (২০১১) ৯ এস. সি. সি ১২৬: (২০১১) ৪ এস. সি. সি (সি. আই. ভি) ৪৮৪ এ এই আদালত রায় দিয়েছে যে শব্দের মধ্যে "প্রথম" শব্দটির ব্যবহার "স্যুই" এবং "অ্যাক্রুইড"-এর অর্থ হবে যে, যদি কোনও মামলা একাধিক কারণের উপর ভিত্তি করে করা হয়, তবে সীমাবদ্ধতার সময়কাল সেই তারিখ থেকে চলতে শুরু করবে যখন প্রথমে মামলা করার অধিকার অর্জিত হবে। অর্থাৎ, যদি একের পর এক অধিকার লঙ্ঘন হয়, তবে এটি কোনও নতুন পদক্ষেপের কারণের জন্ম দেবে না এবং মামলাটি খারিজ হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ হবে, যদি এটি প্রথম মামলা করার অধিকার জমা হওয়ার তারিখ থেকে গণনা করা সীমাবদ্ধতার সময়সীমা অতিক্রম করে।

২৮. পঞ্জাব রাজ্য বনাম গুরুদেব সিং (১৯৯১) ৪ এস. সি. সি ১:১৯৯১ এস. সি. সি (এল. এবং এস) ১০৮২) মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছিল যে আদালতকে অবশ্যই অভিযোগটি পরীক্ষা করতে হবে এবং নির্ধারণ করতে হবে যে কখন বাদীকে প্রথমে মামলা করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, এবং অনুমান করা তথ্যের ভিত্তিতে, অভিযোগটি সময়ের মধ্যে রয়েছে কিনা। "মামলা করার অধিকার" শব্দের অর্থ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ত্রাণ চাওয়ার অধিকার। মামলা করার অধিকার কেবল তখনই অর্জিত হয় যখন পদক্ষেপের কারণ উত্থাপিত হয়। মামলাটি অবশ্যই তখনই দায়ের করতে হবে যখন মামলায় দাবি করা অধিকার লঙ্ঘন করা হয়, অথবা যখন -এর জন্য একটি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হুমকি থাকে যে আসামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তার দ্বারা এই অধিকার লঙ্ঘন করে। আদেশ ৭ বিধি ১১(ঘ) প্রদান করে যে যেখানে কোন আইন দ্বারা বাধা দেওয়ার জন্য বাদীর পক্ষ থেকে একটি মামলা প্রদর্শিত হয়, সেখানে অভিযোগটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

****

২৯.১৬. বর্তমান মামলাটি একটি ক্লাসিক মামলা, যেখানে বাদীরা চতুরতার সাথে অভিযোগের খসড়া তৈরি করে, পদক্ষেপের একটি বিভ্রান্তিকর কারণ তৈরি করার চেষ্টা করেছিল এবং সীমাবদ্ধতার সময়ের মধ্যে মামলাটি আনার চেষ্টা করেছিল। অভিযোগের প্রার্থনা (১) এইভাবে পড়েঃ

"(১) মামলা সম্পত্তিটি রাজস্ব জরিপ নং ৬১০-এর পুরানো মেয়াদের কৃষি জমি, যার ব্লক নং ৫৭৩ উপ-জেলার মোটা বরাছা গ্রামে অবস্থিতঃ সুরাট শহর, জেলা সুরাট এই মামলার বিরোধী ১ দ্বারা সুরাটের সাব-রেজিস্ট্রারের (কাটার গাম) অফিসে ১ নং বইয়ের ৫১৫৮ নং ক্রমানুসারে নথিভুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু, এটি অবৈধ, অকার্যকর, অকার্যকর এবং যেহেতু বিবেচনার পরিমাণ বাদীদের দ্বারা প্রাপ্ত, এবং এটি দাবি করে যে এটি বাদীদের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং এটি বাতিল করতে বাধ্য নয়, এবং যেহেতু পূর্বোক্ত মামলা সম্পত্তি হিসাবে বিক্রয় দলিলটি বিরোধী ১ থেকে বিরোধী ২, ৩ দ্বারা কার্যকর করা হয়েছে, তাই এটি উপ-রেজিস্ট্রার অফিসে,

সুরাট (রেন্ডার)-এ ১-৪-২০১৩ নং ৪৪৩-এ নিবন্ধিত হয়েছে যা আমাদের, বাদীদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। যেহেতু, এটি অবৈধ, অকার্যকর এবং তাই, এই মাননীয়া আদালত এটি বাতিল করতে রাজি হতে পারে এবং এই মাননীয়া আদালত এই বিষয়ে হাদি সাব-রেজিস্ট্রার, সুরাট (কারাট গাম) এবং সাব-রেজিস্ট্রার (র্যান্ডার)-এর কাছে পাঠাতে খুশি হতে পারে। উপরোক্ত উভয় নথির বাতিলকরণের বিষয়ে।"

২৯.১৭. বাদীরা ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তরদাতা ১-এর পক্ষে তাদের দ্বারা সম্পাদিত নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের তারিখ উল্লেখ করেননি, কারণ এটি স্পষ্ট যে মামলাটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে প্রার্থনায় পরবর্তী বিক্রয় দলিলের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ ১-৪-২০১৩ যখন উত্তরদাতা ১ দ্বারা মামলা সম্পত্তিটি উত্তরদাতা ২ এবং ৩-এর কাছে আরও বিক্রি করা হয়েছিল। প্রার্থনা ধারায় ২-৭-২০০৯-এ বিক্রয় দলিল কার্যকর করার তারিখ বাদ দেওয়া হয়েছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং জেনেশুনে করা হয়েছে, যাতে সীমাবদ্ধতার বিষয়ে আদালতকে বিভ্রান্ত করা যায়।

২৯.১৮. ২০০৯ সালে অভিযুক্ত পদক্ষেপের কারণ উদ্ভূত হওয়ার পরে সাড়ে পাঁচ বছরেরও বেশি বিলম্ব দেখায় যে মামলাটি সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে সীমাবদ্ধতার দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল। মামলাটি ১৫-১২-২০১৪-এ দায়ের করা হয়েছিল, যদিও অভিযুক্ত পদক্ষেপের কারণ ২০০৯ সালে উত্থাপিত হয়েছিল, যখন বাদীদের কাছে শেষ চেক সরবরাহ করা হয়েছিল। বাদীরা এই প্রমাণের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে যে মামলাটি সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে দায়ের করা হয়েছিল। অতএব, অভিযোগটি আদেশ ৭ নিয়ম ১১ (ডি) সিপিসি-র অধীনে প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

২৯.১৯. রাঘবেন্দ্র শরণ সিং বনাম রাম প্রসন্ন সিং [রাঘবেন্দ্র শরণ সিং বনাম রাম প্রসন্ন সিং, (২০২০) ১৬ এস. সি. সি ৬০১:১৯ ২০১৯ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৩৭২] মামলায় এই আদালতের সাম্প্রতিক রায়ের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়েছে যেখানে এই আদালত রায় দিয়েছে যে মামলাটি সীমাবদ্ধ আইনের ৫৯ অনুচ্ছেদের অধীনে সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ করা হবে, যদি এটি নিবন্ধিত দলিল কার্যকর হওয়ার তিন বছরের বেশি সময় ধরে দায়ের করা হয়।

২৯.২০. বাদীরা উত্তরদাতা ২ এবং ৩-এর পক্ষে উত্তরদাতা ১ দ্বারা সম্পাদিত ১-৪-২০১৩ তারিখের পরবর্তী বিক্রয় দলিল বাতিল করার জন্যও অনুরোধ করেছেন; যেহেতু ২-৭-২০০৯ তারিখের প্রথম বিক্রয় দলিল সম্পর্কিত মামলাটি আদেশ ৭ নিয়ম ১১-এর ধারা (ক) এবং (ঘ) উভয়ের অধীনে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তাই ১-৪-২০০৩ তারিখের দ্বিতীয় বিক্রয় দলিল সম্পর্কিত আবেদনটি গ্রহণ করা যাবে না।

৩০. বাদীদের দায়ের করা বর্তমান মামলাটি স্পষ্টতই আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং কোনও যোগ্যতা ছাড়াই। বিচার আদালত যথাযথভাবে আদেশ ৭ বিধি ১১ সিপিসি-র অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে, উত্তরদাতাদের ২ এবং ৩ দ্বারা দায়ের করা আবেদনটি মঞ্জুর করে, যা উচ্চ আদালত দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল [দাহিবেন বনাম অরবিন্দভাই কল্যাণজি ভানুসালি, ২০১৬ এসসিসি অনলাইন গুজ ১০০১৭]।

২৮. এই ক্ষেত্রে, বিরোধী পক্ষগুলি এই ঘোষণার জন্য আবেদন করেছিল যে ১৯৯৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখের দলিলটি অকার্যকর, অবৈধ এবং অকার্যকর। বিরোধী পক্ষ নং ১ একজন নির্বাহক। সীমাবদ্ধতার সময়কাল সেই তারিখ থেকে তিন বছর হবে যখন মামলা করার অধিকার প্রথম অর্জিত হয়েছিল বা যখন মন্দা বা বাতিলকরণের অধিকার উত্থাপিত হয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী পদক্ষেপের কারণ ১৯৯৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি উত্থাপিত হয়েছিল।

২৯. দখল পুনরুদ্ধারের অনুরোধের ক্ষেত্রে, বাদীদের কাছে আবেদনকারীর মালিকানা ও দখলের দাবির নোটিশ ছিল, যখন ২০০৫ সালের ১২২ নং শিরোনাম মামলা দায়ের করা হয়েছিল। নির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি, যা সম্পাদন প্রত্যাখ্যানের জ্ঞান থেকে তিন বছরের মধ্যে আনা যেতে পারে। প্রার্থনা 'সি', 'ডি' এবং 'ই' হল আনুষঙ্গিক/ফলস্বরূপ প্রার্থনা এবং মামলাটি তারিখে বিচারে যেতে পারে না। **২০২২ সালের এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৬৩৮**-এ রিপোর্ট করা **রাজপাল সিং বনাম সরোজ (মৃত) আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং আরেকজন**-এর সিদ্ধান্তে, মহামান্য শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছে যে একটি দলিল বাতিল করার জন্য একটি মামলা দলিলের জ্ঞানের তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে দায়ের করা প্রয়োজন। মূল ত্রাণগুলি বিবেচনা করা উচিত মামলাটি সময়সাপেক্ষ ছিল কিনা তা নির্ধারণ করুন এবং ফলাফলমূলক ত্রাণ নয় উক্ত সিদ্ধান্তের ২৬ অনুচ্ছেদ নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

"২৬. তাই, ৪১৯/২০০৭ নং দেওয়ানী মামলায় মূল বাদী কর্তৃক দায়েরকৃত পরবর্তী বর্তমান মামলাটি সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে

নিষিদ্ধ বলা যেতে পারে। বিক্রয় দলিল বাতিলের জন্য মামলাটি বিক্রয় দলিলের জ্ঞানের তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে দায়ের করা প্রয়োজন ছিল। অতএব, যখন এখানে মূল বিবাদী নং ১-এর নাম ১৯৯৬ সালে রাজস্ব নথিতে নিবন্ধিত ১৯.০৪.১৯৯৬-এর ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং যখন তাকে জমির দখলে এবং চাষাবাদ করতে দেখা যায়, তখন থেকে ১৯৯৬ সাল থেকে তিন বছরের মধ্যে মূল বাদী দ্বারা মামলা দায়ের করা প্রয়োজন ছিল। মূল বাদী (বর্তমানে তার উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা)-এর পক্ষে জমা দেওয়া যে মামলায় আবেদনটিও দখল পুনরুদ্ধারের জন্য ছিল এবং তাই উক্ত মামলাটি বারো বছরের মধ্যে দায়ের করা হয়েছিল এবং তাই মামলাটি সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে দায়ের করা হয়েছে, তা গ্রহণ করা যায় না। দখলের জন্য ত্রাণ একটি ফলস্বরূপ প্রার্থনা এবং মূল প্রার্থনাটি ছিল ১৯.০৪.১৯৯৬ তারিখের বিক্রয় দলিল বাতিল করা এবং তাই, সীমাবদ্ধতার সময়কাল দাবি করা মূল ত্রাণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং ফলস্বরূপ ত্রাণ নয়। যখন বিক্রয় দলিল বাতিল করার পাশাপাশি দখল পুনরুদ্ধারের জন্য একটি যৌগিক মামলা দায়ের করা হয়, তখন বিক্রয় দলিল বাতিল করার মূল ত্রাণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা সময়কাল বিবেচনা করা প্রয়োজন, যা বাতিল করার জন্য চাওয়া বিক্রয় দলিলের জ্ঞানের তারিখ থেকে তিন বছর হবে। অতএব, বিক্রয় দলিল বাতিল করার জন্য মূল বাদী কর্তৃক দায়ের করা মামলাটিকে একটি মূল বলা যেতে পারে। অতএব এটি স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। অতএব, বিদ্বান বিচার আদালতের এই ভিত্তিতে মামলাটি খারিজ করা উচিত ছিল যে মামলাটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। এইভাবে বিদ্বান প্রথম আপিল আদালত বিদ্বান বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রি বাতিল করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত এবং সঠিক ছিল এবং ফলস্বরূপ মামলাটি খারিজ করে দেয়। হাইকোর্ট মামলাটি খারিজ করে প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক গৃহীত একটি যুক্তিসঙ্গত এবং বিস্তারিত রায় এবং আদেশ বাতিল এবং বাতিল করার ক্ষেত্রে একটি ত্রুটি করেছে এবং ফলস্বরূপ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রি পুনরুদ্ধার করেছে।"

৩০. **(২০০৫) ৫ এস. সি. সি ৫৪৮-এ এন. ভি. শ্রীনিবাস মূর্তি এবং অন্যান্যদের বনাম মরিয়াম্মা (মৃত) আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং অন্যান্যরা**-র সিদ্ধান্তে, মাননীয়া শীর্ষ আদালত রায় দেয় যে, মিউটেশন কার্যধারা সম্পর্কিত বিবৃতিগুলি মামলাটির জন্য পদক্ষেপের একটি নতুন কারণ সরবরাহ করবে না, কারণ এগুলি ছদ্মবেশ বলে মনে হয়েছিল, যাতে সীমাবদ্ধতা এর সীমা অতিক্রম করা যায়। । মামলার ভিত্তি ছিল নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল।

এই মামলার তথ্যের ক্ষেত্রেও অনুপাত প্রয়োগ করা যেতে পারে। উক্ত সিদ্ধান্তের ১২ অনুচ্ছেদ নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

"১২. রাজস্ব কর্তৃপক্ষের সামনে মিউটেশন কার্যক্রম সম্পর্কে আরজির ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে যে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে, তাতে মামলার জন্য নতুন কোনও কারণ পেশ করা হয়নি এবং মনে হচ্ছে সীমা লঙ্ঘনের জন্য ছদ্মবেশ হিসেবেই তা করা হয়েছে। রাজস্ব আদালতে দলগুলোর মধ্যে মিউটেশনের বিরোধ কেবল ৫-৫-১৯৫৩ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতেই উত্থাপিত হয়েছিল। তহসিলদার/সহকারী কমিশনারের প্রদত্ত আদেশে ৫-৫-১৯৫৩ তারিখের বিক্রয় দলিলকে কেবল ঋণ লেনদেন হিসেবে ঘোষণা করার জন্য কোনও স্বাধীন বা নতুন কারণ পেশ করা হয়নি। মামলার ভিত্তি রাজস্ব আদালত বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মিউটেশন কার্যক্রমে প্রদত্ত প্রতিকূল আদেশ বলে মনে হয় না। মামলার ভিত্তি স্পষ্টতই ১৯৫৩ সালের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল যা ঋণ লেনদেন এবং ধার করা অর্থ ফেরতের উপর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের কথিত মৌখিক চুক্তি।

৩১. শ্রী মিত্রের এই বক্তব্য যে, আবেদনকারী যখন প্রশ্নবিদ্ধ ফ্ল্যাটের ব্যাপারে তাদের নাম পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তখনই মামলা করার অধিকার তৈরি হয়েছিল, তা যুক্তিসঙ্গত নয় এবং আইনত এই ধরনের আবেদনও প্রযোজ্য নয়। মামলাটি ১৯৯২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখের চুক্তি বাতিল বা বাতিলের জন্য। আবেদনকারীর পক্ষ থেকে উক্ত চুক্তির অধীনে আরও বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থতার জন্য, আবেদনকারীর দ্বারা অন্যায়ভাবে দখল করা ফ্ল্যাটের দখল পুনরুদ্ধারের জন্যও প্রার্থনা করা হয়েছিল।

৩২. আবেদনপত্র থেকে বোঝা যায় যে মামলার কারণ ১৯৯২ সালের ১৬ ডিসেম্বর এবং তার পর বেশ কয়েকদিন ধরে মামলাটি শুরু হয়েছিল। সীমানা আইনকে অতিক্রম করার জন্য একটি বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে তারিখগুলি চাপা দেওয়া হয়েছে। নিচের বিজ্ঞ আদালত বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে এটি একটি চতুর খসড়া মামলা এবং এটি শুরুতেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। আবেদনের নিষ্পত্তি করার সময় পূর্ববর্তী মামলার অভিযোগটি খতিয়ে দেখা উচিত ছিল। কার্যক্রমটি বিরক্তিকর এবং কুৎসা রটনাকারী।

৩৩. **দহিবেনের (উপরে)** সিদ্ধান্তে, মহামান্য শীর্ষ আদালত হিসাবে রায় দিয়েছে নিম্নরূপঃ-

"২৩.১৩. যদি অভিযোগের অর্থপূর্ণ পাঠে দেখা যায় যে মামলাটি স্পষ্টতই বিরক্তিকর এবং কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই, এবং মামলা করার অধিকার প্রকাশ করে না, তাহলে আদালত আদেশ ৭ বিধি ১১ সিপিসি-র অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হবে।

২৩.১৪. সালিম ভাই বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য [সালিম ভাই বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০০৩) ১ এস. সি. সি. ৫৫৭]-এর রায়ে এই আদালত যে রায় দিয়েছে, তদনুসারে মামলা দায়েরের আগে অথবা বিবাদীকে সমন জারি করার পরে অথবা বিচার শেষ হওয়ার আগে আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। একবার বিষয়গুলি তৈরি হয়ে গেলে, বিষয়টি অবশ্যই বিচারের জন্য যেতে হবে এই আবেদনটি আজহার হুসেন মামলায় এই আদালত দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল [আজহার হুসেন বনাম রাজীব গান্ধী, ১৯৮৬ এস. সি. সি. ৩১৫ _ মানবেন্দ্রসিংহজি রঞ্জিতসিংহজি জাদেজা বনাম বিজয়কুনভেরবা, ১৯৯৮ এস. সি. সি. অনলাইন গুজরাট ২৮১: (১৯৯৮) ২ জিএলএইচ ৮২৩]

২৩.১৫. আদেশ ৭ বিধি ১১ এর বিধানটি প্রকৃতিগতভাবে বাধ্যতামূলক। এতে বলা হয়েছে যে (ক) থেকে (ঙ) ধারায় উল্লেখিত যেকোনো কারণ প্রমাণিত হলে অভিযোগটি "প্রত্যাখ্যান করা হবে"। যদি আদালত দেখেন যে অভিযোগটি মামলার কারণ প্রকাশ করে না, অথবা মামলাটি কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ, তাহলে আদালতের অভিযোগটি বাতিল করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।

৩৪. এইভাবে, অভিযুক্ত আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়। অভিযোগটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

৩৫. এই ধরনের পরিস্থিতিতে, পুনর্বিবেচনার আবেদন অনুমোদিত।

৩৬. খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

৩৭. এই রায়ের সার্ভার কপির উপর ভিত্তি করে কাজ করার জন্য পক্ষগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

(বিচারপতি শম্পা সরকার)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal